11 JAN

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মঙ্গলবার নিজ মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যপুস্তকে ভুল নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ■ সমকাল

পাঠ্যবইয়ে ভুলের ক্ষমা নেই

শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য দায়ীদের কোনো ক্ষমা নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল মঙ্গলবার নিজ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শিশুদের বইয়ে ভুলত্রুটি যাদের কারণে হয়েছে, তারা কেউই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নন। তদন্ত সাপেক্ষে দায়ী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরই মধ্যে প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দুই কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। এ ঘটনায় দায়ী অন্যরাও শাস্তির মুখোমুখি হবেন।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির কাছ থেকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে

■ পৃ. ১৫ : ক. ৭ ● ছবি : পৃষ্ঠা-২

পাঠ্যবইয়ে ভুলের ক্ষমা নেই

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

রিপোর্ট পাওয়া যাবে। এনসিটিবির তদন্ত কমিটির প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে দু'জনকে ওএসডি করা হয়েছে। সেই কমিটিও প্রতিবেদন জমা দেবে। প্রতিবেদন দিলে ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, অবস্থা বুঝে কীভাবে ভুলের সমাধান করা যায়, সে ব্যবস্থা নেব। আমরা আশা করি, এতে শিক্ষার্থীরা বড় ধরনের কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। তিনি বলেন, 'কিছু ভুল থাকতে পারে– সেগুলো আমরা সংশোধনী দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিতে পারি। বড় ধরনের ভুল, যেগুলো সংশোধন করতে গেলে ওই জায়গাটা 'রিপ্লেস' করতে হবে, সে ক্ষেত্রে আমরা সেই ব্যবস্থা নেব। কিছু ভুল আছে, যেগুলো থাকা উচিত ছিল না; সেগুলো বাদ দেওয়ার জন্য সবখানে নির্দেশ পাঠিয়ে দেব। পাতাগুলো ছিঁড়ে নেব বা ব্লক করে দেব। এভাবে অবস্থা বুঝে আমরা ব্যবস্থা নেব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পাঠ্যবইয়ের ভুলত্রুটি কেন হলো, এ জন্য কারা দায়ী– তা বের করতে এনসিটিবি একটি কমিটি গঠন করেছে। তিনি চীন থেকে ফিরে তাদের কাছ থেকে প্রাথমিক রিপোর্ট নিয়েছেন। এ রিপোর্ট দেখে বড় দুটি ভুলের জন্য দু'জনকে চিহ্নিত করে ওএসডি করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'তাদের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ করার পর আমরা পরিপূর্ণ শাস্তি দিতে পারি। তা না হলে তা আদালতে (শাস্তি) টিকবে না।'

ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সবার– এ মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যে কথাগুলো তাদের (শিক্ষার্থী) ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, সেসব বলা কখনও সঠিক নয়। তাদের উৎসাহিত করে, আমরা যারা (পাঠ্যবইয়ের ভুলের জন্য) দায়ী, আমাদের শাস্তির কথা বলা যেতে পারে; আমাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মানুষের ভুলত্রুটি হতেই পারে। আমাদের বেশি হতে পারে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়।' শিক্ষামন্ত্রী জানান, বই ছাপার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার বই মাদ্রাসা বোর্ড তৈরি করে এনসিটিবিকে দেয়। এ ছাড়া মাধ্যমিকের বই মাউশি, প্রাথমিকের বই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কারিগরির বই কারিগরি বোর্ড চূড়ান্ত করে এনসিটিবিকে দেয়। এনসিটিবি বইয়ের ভুলত্রুটি সংশোধন করে তা ছাপার জন্য পাঠায়। এরপর ছাপা হওয়া বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ। এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর। নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'তৈরি করে দেওয়া বই সম্পাদনা করা, আরও উন্নত করা এনসিটিবির দায়িত্ব। এসব পর্যায়ে আমাদের কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। ভুলও থাকতে পারে।' মাধ্যমিকের বই ছাপার অর্থের পুরোটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেয়। প্রাথমিকের বই ছাপার ক্ষেত্রে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অনুদান আছে। এ জন্য বিশ্বব্যাংক ও এডিবির শর্ত পূরণ করে বই ছাপতে দিতে হয়। শর্ত পূরণের পর অল্প সময়ের মধ্যে কমিটি যাচাই-বাছাই করে সম্পাদনা করতে হয়। এ জন্য কিছু ভুল থাকতে পারে বলে জানান তিনি। বই সহজ, সুখপাঠ্য করতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে এরই মধ্যে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

ছাগল আমগাছে উঠে আম খাচ্ছে– সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এমন একটি ছবি তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রথম শ্রেণির বইয়ে ছাগল আমগাছে উঠে আম খাচ্ছে বলে ছবি দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।' পরে প্রথম শ্রেণির বাংলা বই খুলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের দেখিয়ে বলেন, 'আম খাব বোঝাতে আমগাছের নিচে একটি ছাগলের ছবি দেওয়া হয়েছে। এটা দেওয়া ঠিক হয়েছে কি-না, সেটাও আমরা দেখব। তবে যে সমালোচনা করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়।' হিন্দুধর্মের একটি বইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে 'ড নট হার্ট অ্যানিবডি' লেখা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এই হার্টটা আমাদের হৃদয় না। এর অর্থ হবে আঘাত বা কষ্ট দেওয়া। এর বানান হবে hurt, কিন্তু বানান লেখা হয়েছে heart। এটা বড় ভুল, এটাকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না।' মন্ত্রী বলেন, কুসুমকুমারী দাশের 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি ভুল ছাপা হয়েছে। এটি যিনি ভুল করে ছাপবেন, তিনি তো এ বই এডিট করারই যোগ্য নন।

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এস এম ওয়াহিদুজ্জামানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হবে : কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণ করার কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, কারিগরি শিক্ষা হবে শিক্ষার মূল ভিত্তি। এ লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে এ স্তরের শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর ২০ শতাংশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশে উন্নীত করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় মন্ত্রী এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ খাতের উন্নয়নে আন্তরিকতা, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। এটা দেশের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা। এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করতে হবে, যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায়।

সভায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, অতিরিক্ত সচিব মো. হেলাল উদ্দিন ও একেএম জাকির হোসেন ভূঞাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।